

অধ্যবসায় রচনা ২০ পয়েন্ট

admissiongo.com

ভূমিকা

‘কেন পান্থ ক্ষান্ত হও, হেরি দীর্ঘ পথ
উদ্যম বিহনে কার পুরে মনোরথ?’

— কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার

জীবনের পথে সাফল্য অর্জনের জন্য অধ্যবসায় একটি অপরিহার্য গুণ। জীবন, কর্ম এবং অধ্যবসায় একই সূত্রে গাঁথা। একটি ছাড়া অন্যটির অস্তিত্ব কল্পনা করা কঠিন। জীবনে যেকোনো কাজে সফলতা এবং বিফলতা দুটিই আসতে পারে। তবে অধ্যবসায়ই সেই চাবিকাঠি, যা বিফলতার অন্ধকার থেকে সাফল্যের আলোর পথ দেখায়। এটি ছাড়া জীবনে উন্নতি বা সাফল্য কেবল স্বপ্নই থেকে যায়।

অধ্যবসায় কী এবং এর বৈশিষ্ট্য

অধ্যবসায় হলো এমন একটি গুণ, যা মানুষকে বারবার চেষ্টা করতে শেখায়। জীবনের পথ সবসময় মসৃণ নয়। অনেক সময় প্রথম চেষ্টায় সাফল্য আসে না। এমনকি দ্বিতীয় বা তৃতীয় চেষ্টাতেও সফলতা নাও মিলতে পারে। কিন্তু হতাশ না হয়ে ধৈর্য ধরে ক্রমাগত চেষ্টা চালিয়ে যাওয়াই অধ্যবসায়। কবি কালী প্রসন্ন ঘোষ তাঁর কবিতায় এই ধারণাকে সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন:

পারিব না এ কথাটি বলিও না আর,
কেন পারিবে না তাহা ভাব একবার...
একবার না পারিলে দেখ শতবার।

অধ্যবসায় মানে কেবল চেষ্টা করা নয়, বরং ধৈর্য, পরিশ্রম, আন্তরিকতা এবং দৃঢ় সংকল্পের সমন্বয়। এটি এমন একটি প্রক্রিয়া, যেখানে মনের বিশ্বাসকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার জন্য কঠোর পরিশ্রম এবং অটল মনোভাব প্রয়োজন। অধ্যবসায়ের মাধ্যমে মানুষ যেকোনো কঠিন লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারে।

অধ্যবসায় জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ। পড়াশোনা, ক্যারিয়ার, ব্যবসা কিংবা ব্যক্তিগত জীবনে সাফল্য পেতে হলে ধৈর্যের সঙ্গে ক্রমাগত চেষ্টা প্রয়োজন। উদাহরণস্বরূপ, বিজ্ঞানী থমাস এডিসন বাল্ব আবিষ্কারের জন্য হাজারবার চেষ্টা করেছিলেন। প্রতিবার ব্যর্থ হলেও তিনি হাল ছাড়েননি। তার অধ্যবসায়ই তাকে সাফল্য এনে দিয়েছে।

অধ্যবসায় শুধু সাফল্যই আনে না, এটি মানুষকে আত্মবিশ্বাসী এবং দৃঢ়চেতা করে তোলে। এটি মানুষকে শেখায় যে, ব্যর্থতা জীবনের শেষ নয়; বরং এটি নতুন করে শুরু করার একটি সুযোগ।

জীবনে সাফল্যের চাবিকাঠি

অধ্যবসায় হলো জীবনের এমন এক গুণ, যা মানুষকে বাধা পেরিয়ে সাফল্যের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। জীবনে চলার পথে প্রতিবন্ধকতা আসবেই, কিন্তু যারা অধ্যবসায়ের মাধ্যমে এগিয়ে যায়, তারাই সাফল্যের শিখরে পৌঁছায়। এই গুণ ছাড়া কোনো বড় কাজ সম্ভব নয়। অধ্যবসায়ের গুরুত্ব বোঝা মানে জীবনের লক্ষ্য অর্জনের পথে এক ধাপ এগিয়ে যাওয়া।

অধ্যবসায় কেন জরুরি?

জীবনে সাফল্য পেতে হলে কঠিন পরিশ্রম আর ধৈর্যের প্রয়োজন। যেকোনো কাজে ব্যর্থতা আসতে পারে, কিন্তু তা থেকে হতাশ না হয়ে বারবার চেষ্টা করাই হলো অধ্যবসায়। উদাহরণস্বরূপ, বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী থমাস এডিসন বাল্ব আবিষ্কারের আগে হাজার বার ব্যর্থ হয়েছিলেন। তবু তিনি থামেননি। তার অধ্যবসায়ই তাকে সাফল্য এনে দিয়েছে। এই ধরনের উদাহরণ আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে, ব্যর্থতা সাফল্যের পথে শুধুই একটি ধাপ।

জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অধ্যবসায়

শিক্ষা, ক্যারিয়ার, খেলাধুলা কিংবা শিল্পকলা—প্রতিটি ক্ষেত্রেই অধ্যবসায়ের প্রয়োজন। একজন শিক্ষার্থী যদি কঠিন বিষয়ে দুর্বল হয়, তবে নিয়মিত অধ্যয়ন আর চেষ্টার মাধ্যমে সে দক্ষতা অর্জন করতে পারে। একইভাবে, একজন খেলোয়াড় অধ্যবসায়ের মাধ্যমে তার দক্ষতা বাড়িয়ে বিশ্বমঞ্চে জায়গা

করে নেয়। এমনকি ব্যবসায় সাফল্য পেতেও ধৈর্য আর কঠোর পরিশ্রম অপরিহার্য।

অধ্যবসায়ের মাধ্যমে বাধা জয়

জীবনে প্রতিকূলতা আসাটা স্বাভাবিক। কিন্তু যারা হাল ছাড়ে না, তারাই শেষ হাসি হাসে। কামুর ‘মিথ অব সিসিফাস’-এর গল্পে দেখা যায়, নায়ক বারবার পাথর পাহাড়ে তুলে, তা পড়ে গেলেও হতাশ হয় না। এই গল্প আমাদের শেখায় যে, অধ্যবসায়ের মাধ্যমে অসম্ভবকেও সম্ভব করা যায়।

সমাজ ও ব্যক্তিগত জীবনে অধ্যবসায়

অধ্যবসায় শুধু ব্যক্তিগত সাফল্যই নয়, সমাজের উন্নতিতেও ভূমিকা রাখে। বিজ্ঞান, শিল্প, সাহিত্য কিংবা প্রযুক্তির ক্ষেত্রে মানুষের অধ্যবসায়ই পৃথিবীকে এগিয়ে নিয়েছে। একজন অধ্যবসায়ী ব্যক্তি নিজের জন্যই নয়, সমাজের জন্যও অনুপ্রেরণা হয়ে ওঠে।

সাফল্যের চাবিকাঠি

ছাত্রজীবন মানুষের জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ। এই সময়ে অধ্যবসায় একজন ছাত্রের সাফল্যের মূল ভিত্তি। অধ্যবসায় ছাড়া জ্ঞান অর্জন করা বা জীবনে এগিয়ে যাওয়া প্রায় অসম্ভব। ছাত্রজীবন আর অধ্যবসায় যেন একই মুদ্রার দুটি পিঠ। যারা অলস, কাজে অনীহা বা হতাশায় ভোগে, তারা কখনোই বিদ্যা অর্জনে সফল হতে পারে না। কিন্তু যারা অধ্যবসায়ী, তারা অল্প মেধা নিয়েও সাফল্যের শীর্ষে পৌঁছাতে পারে।

একজন ছাত্রের পড়াশোনার পথ কখনোই ফুলে ফুলে সজ্জিত নয়। ব্যর্থতা, বাধা, এবং চ্যালেঞ্জ এই পথের সঙ্গী। তবে অধ্যবসায়ী ছাত্ররা এই বাধাগুলোকে জয় করতে পারে। ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ বলেছেন,

‘কোন কাজ ধরে যে উত্তম সেই জন,
হউক সহস্র বিঘ্ন ছাড়ে না কখন।’

এই কথায় স্পষ্ট যে, অধ্যবসায়ই ব্যর্থতার অন্ধকার দূর করে সাফল্যের আলো দেখাতে পারে। যারা ব্যর্থতায় হতাশ না হয়ে দ্বিগুণ উৎসাহে কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ে, তারাই জীবনে এগিয়ে যায়।

অধ্যবসায় ও প্রতিভার সম্পর্ক

প্রতিভা প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই কমবেশি থাকে। কিন্তু সেই প্রতিভাকে কাজে লাগাতে হলে অধ্যবসায়ের প্রয়োজন। অনেকে মনে করেন, অসাধারণ প্রতিভা ছাড়া বড় কিছু করা যায় না। কিন্তু এই ধারণা ভুল। বিজ্ঞানী নিউটন বলেছেন, তাঁর আবিষ্কারের পেছনে প্রতিভার চেয়ে বহু বছরের কঠোর পরিশ্রম ও চিন্তার ভূমিকা বেশি। ফরাসি দার্শনিক ভলতেয়ার বলেছেন, ‘প্রতিভা বলে কিছুই নেই। পরিশ্রম আর সাধনা দিয়ে প্রতিভাকে জাগিয়ে তুলতে হয়।’ এমনকি বিজ্ঞানী ডালটনও বলেছেন, তিনি পরিশ্রম ছাড়া আর কিছুই জানেন না। অধ্যবসায়ের মাধ্যমে একজন সাধারণ ছাত্রও অসাধারণ ফলাফল অর্জন করতে পারে। প্রতিভা থাকলেও তা অধ্যবসায় ছাড়া ফলপ্রসূ হয় না। তাই ছাত্রজীবনে প্রতিদিন নিয়মিত পড়াশোনা, লক্ষ্যে অটল থাকা, এবং ব্যর্থতা থেকে শিক্ষা নেওয়ার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে।

সাফল্যের মূলমন্ত্র

অধ্যবসায় ছাড়া জীবনে সাফল্য অর্জন প্রায় অসম্ভব। ইতিহাসের পাতায় আমরা দেখতে পাই, বিশ্ববিখ্যাত ব্যক্তিত্ব যেমন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, জগদীশচন্দ্র বসু বা নেপোলিয়ন বোনাপার্ট তাঁদের অধ্যবসায়ের জোরেই অসাধারণ সাফল্য অর্জন করেছেন। তাঁরা ব্যর্থতার ভয়কে জয় করে, নিরলস প্রচেষ্টার মাধ্যমে তাঁদের লক্ষ্যে পৌঁছেছেন। উদাহরণস্বরূপ, নেপোলিয়ন একটি সাধারণ পরিবার থেকে উঠে এসে ফ্রান্সের নেতা হন, শুধুমাত্র তার অদম্য ইচ্ছাশক্তি এবং অধ্যবসায়ের কারণে। এটি আমাদের শেখায় যে, কোনো কাজই অসম্ভব নয়, যদি আমরা ধৈর্য ধরে চেষ্টা চালিয়ে যাই।

জাতীয় ও বিশ্ব উন্নয়নে অধ্যবসায়

অধ্যবসায় শুধু ব্যক্তিগত জীবনে নয়, জাতীয় ও বিশ্ব উন্নয়নেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আধুনিক বিশ্বের উন্নত দেশগুলো, যেমন জাপান,

আমেরিকা বা দক্ষিণ কোরিয়া, তাদের অধ্যবসায়ের ফলেই উন্নতির শীর্ষে পৌঁছেছে। উদাহরণস্বরূপ, জাপান দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ধ্বংসলীলার পরেও অধ্যবসায়ের মাধ্যমে বিশ্বের শীর্ষ অর্থনীতির একটি দেশে পরিণত হয়েছে। এমনকি বাংলাদেশের উন্নয়নের পেছনেও রয়েছে অধ্যবসায়ী মানুষের অবদান। এটি প্রমাণ করে যে, একটি জাতির উন্নতি নির্ভর করে তার নাগরিকদের অধ্যবসায়ের ওপর।

অধ্যবসায়ের অভাবে কী হয়?

অধ্যবসায়ের অভাবে অনেক সম্ভাবনাময় জীবন ব্যর্থতায় ডুবে যায়। যারা ধৈর্য হারায় বা প্রতিকূলতার কাছে হার মানে, তারা জীবনে কখনোই সাফল্যের মুখ দেখতে পায় না। উদাহরণস্বরূপ, অনেকে পরীক্ষায় ব্যর্থ হওয়ার ভয়ে পড়াশোনা ছেড়ে দেয়, কিন্তু অধ্যবসায়ী ব্যক্তি ব্যর্থতাকে শিক্ষা হিসেবে নিয়ে এগিয়ে যায়। তাই জীবনে সাফল্য পেতে হলে ধৈর্য ও অধ্যবসায় অপরিহার্য।

কীভাবে অধ্যবসায়ী হওয়া যায়?

অধ্যবসায়ী হতে হলে প্রথমেই নিজের ওপর আস্থা রাখতে হবে। ছোট ছোট লক্ষ্য স্থির করে ধীরে ধীরে এগিয়ে যাওয়া জরুরি। প্রতিদিন নিয়মিত কাজ করা, ব্যর্থতাকে ভয় না করে শিক্ষা হিসেবে নেওয়া এবং ধৈর্য ধরে কাজ চালিয়ে যাওয়া অধ্যবসায়ের মূল চাবিকাঠি। কবির ভাষায়, “ধৈর্য ধরো, ধৈর্য ধরো!”—এই ধৈর্যই আমাদের সাফল্যের দিকে নিয়ে যায়।

উপসংহার

জীবনে সাফল্যের জন্য অধ্যবসায় একটি অমূল্য সম্পদ। এটি কেবল ব্যক্তিগত উন্নতিই নয়, জাতীয় ও বিশ্ব উন্নয়নেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। অধ্যবসায়ের মাধ্যমে আমরা ব্যর্থতাকে জয় করে, প্রতিকূলতাকে পেরিয়ে সাফল্যের শীর্ষে পৌঁছাতে পারি। তাই আমাদের সবার উচিত এই মহৎ গুণটিকে আয়ত্ত করা এবং জীবনে এগিয়ে যাওয়ার জন্য অধ্যবসায়কে জীবনের অংশ করে নেওয়া।